# সম্পাদকনামা

জসিম মল্লিক

আইডিয়াটা মাথায় এসেছে ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। আমরা কয়েকজন আড্ডা দিচ্ছিলাম টরন্টোর বাংলাটাউন ড্যানফোর্থে সাদি আহমেদের বইয়ের দোকান অন্যমেলায়। অন্যমেলা হচ্ছে আমাদের একমাত্র প্রাণের জায়গা। সৈয়দ ইকবাল, শওগাত হোসেন সাগর, মেহরাব রহমান, আহমদে হোসেন আর সাদী ভাইসহ আড্ডা হচ্ছিল। সাগর একটু আগে ভাগেই চলে গেছেন।

আমরা এবারের টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভাল নিয়ে কথা বলছিলাম। ইকবাল ভাই প্রতিবছর ফেস্টিভ্যালে অফিসিয়ালি মিডিয়া পারসন হিসাবে থাকেন। প্রচুর আউটস্ট্যাডিং ছবি দেখার সুযোগ পান। আমিও কিছু কিছু ছবি দেখার সুযোগ পাই বন্ধু মুনাওয়ার হোসেন পিয়ালের কল্যানে। মুনাওয়ার প্রতিবছর এ সময় হলিউড থেকে আসে ফেস্টিভ্যাল কভার করার জন্য। ইকবাল ভাই বললেন এবারের ফেষ্টিভ্যালে বাংলাভাষার কিছু ছিল না বলে খারাপ লেগেছে। গতবছর বিপ্লবের চলচ্চিত্র 'স্বপ্নডানায়' প্রদর্শিত হয়েছিল। মেহরাব রহমানকে দেখলাম মহা উত্তেজিত। ঘটনাটা কি? তার নতুন কবিতার বই বের হচ্ছে। পান্ডুলিপি রেডি। সেটা নিয়েই ছুটাছুটি করছেন। কাব্যগ্রন্থের নাম 'আমি ক্রিতদাস'। প্রকাশক সময় প্রকাশন।

নাট্য ব্যাক্তিত্ব আহমেদ হোসেন প্রচুর পড়াশুনা করেন। তার সাথে কথা হচ্ছিল লেখালেখি নিয়ে। লেখা নিয়ে কথা উঠলে সাধারণতঃ আমি একটু চুপসে যাই। "প্রবাসের আনন্দ বেদনার ঈদ" নিয়ে আমার যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে সেটা আহমেদ পড়েছেন। বললেন আপনি কেনো এসব লেখেন? আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। ভাবলাম কিছুই হয়নি তাই বোধহয় একহাত নেবেন এখন। লেখাটা পড়ে অনেকেই আমাকে ই-মেইল করে একটাই অনুরোধ করেছেন তা হলো এ ধরণের লেখা যেনো আমি না লিখি। লেখাটা পড়ে নাকি তারা কেঁদেছেন। এরা সবাই মেয়ে পাঠক। মেয়েরা নরম মনের মানুষ, তাদের আবেগ একটু বেশী, তারা লেখা পড়ে কাঁদতেই পারেন। অস্ট্রেলিয়াতে আর্মিতে চাকরি করেন একজন মহিলা পাঠক তিনি লিখেছেন আর্মিদের এত আবেগ থাকতে নেই কিন্তু তারপরও আপনার এই লেখাটি পড়ে আবেগ সংবরন করা কঠিন! আহমেদ বললেন, আবেগটাকে চাপা দিয়ে রাখেন। কেনো এসব নিয়ে খোচাখুচি করেন! পুরুষ মানুষকে কাঁদতে নেই। বোঝা যায় লেখাটা তাকেও নাড়া দিয়েছে।

২.

কথা যখন উঠলোই তখন আহমেদকে একটা সাম্প্রতিক ঘটনার কথা বললাম। টরন্টোর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'একটি মাধবী' নামে আমার একটা ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপা হচ্ছিল। লেখাটা একেবারে শেষ পর্যায়ে ছিল। প্রেমের উপন্যাস। একদিন হঠাৎ সেই পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়

ফোন করে বললেন, আপনার উপন্যাসটা আর কতদিন চলবে? আমি ঘাবরে গিয়ে বললাম কেনো? তিনি বললেন, ভাই একটা কথা বলি কিছু যদি মনে না করেন। বললাম জ্বী ভাইসাব বলেন , তিনি বললেন, আপনার এবারের পর্বে কিছু আপত্তিকর কথা আছে। আমি বললাম তাই নাকি! সম্পাদক বললেন হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, দেখেন এটা একটা ফ্যামিলি পত্রিকা, সবার ঘরে ঘরে যায়। আপনারও মেয়ে আছে। তাছাড়া রোজার মাস,, কয়েকজন পাঠক আপত্তি করেছে। আমি হেসে বললাম, ঠিক আছে আগামী সংখ্যায়ই আপত্তি ছাড়াই শেষ করে দেবো। আমি কথা রেখেছি। আপত্তিকর(!) শব্দগুলো কী ছিল সেটা এখানে উল্লেখ করছি।

..."বজলু নিরোলার পাশে এসে বসলো। নিরোলার হাত তুলে নিয়ে একটু আদর করলো। ঠোঁটে ছোঁয়ালো আঙুল। ওর হাত নিজের বুকের উপর চেপে ধরে বললো, দেখেছো কেমন ড্রাম পেটোনোর মতো শব্দ হচ্ছে! তোমার ওরকম হয়না!

কি জানি!

দেখি।

বলেই বজলু নিরোলার বুকে কান পাতলো।

কিছু টের পাচ্ছো!

নাতো!

তোমার মুন্ড! তুমি একটা শয়তান।

ভালোমতো চেক করতে হবে।

বজলু নিরোলার বুকে নিজের মাথা চেপে রাখলো। ওর শার্টের ওপরের খোলা বুকে মুখ ঘষতে লাগলো। নিরোলা বজলুর মাথা ওর বুকের সাথে চেপে ধরলো। বজলু নিরোলার মসৃন গলায় চুমু খেলো। ওর চিবুকে, গালে, নাকে, কপালে চুমু খেতে থাকলো। ওর চুল থেকেও পাগল পাগল ঘ্রাণ পাচ্ছে। এরপর বজলু নিরোলার দুঠোটে ওর ঠোট ডুবিয়ে দিল। গভীর আশ্লেষে চুম্বন করলো। যেনো এর শেষ নেই। অনন্তকাল ধরে চলবে এই চুম্বন। নিরোলার শার্টের বোতাম খুলে ফেললো বজলু। ওর স্তনের বিশাল গভীরতায় মুখ ডুবিয়ে দিল। নিরোলা উন্মত্তের মতো করছে। সোফায় লুটিয়ে পড়লো নিরোলা। বজলু নিরোলার বুকের সাথে বুক মিশিয়ে ওকে চুম্বন করে চলেছে। বজলু যখন নিরোলার মসৃন পেটে, নাভিতে আদর করতে থাকলো তখন নিরোলা হঠাৎ এলোমেলো অবস্তা থেকে উঠে বসলো। বজলু পাগলের মতো আদর করেই যাচ্ছে। নিরোলা বজলুকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল...।"

৩.

কানাডাতে আমার লেখালেখির অভিজ্ঞতা যাচ্ছে তাই রকমের খারাপ। পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছি। যন্ত্রনার শেষ নেই। আমার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক বিচিত্রার ঈদ সংখ্যায়। সেটা সংবত ১৯৮৭ সালের কথা। সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন মঈনুল আহসান সাবের। এরপর আমার অনেক গল্প উপন্যাস বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমার এ পর্যন্ত চারটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার সবগুলো গল্পই বিভিন্ন প্রত্রিকায় প্রাকাশিত এবং বইগুলো 'অনন্যা' এবং 'সময়'এর মতো অভিজাত প্রকাশনী বের করেছে। দৈনিক

বাংলায় আমার বেশ কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। যদ্দুর মনে পড়ে তখন দৈনিক বাংলার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন রেজোয়ান সিদ্দিকী। কথাগুলো এই জন্য বললাম, যে তৎকালীন সাপ্তাহিক বিচিত্র ার ঈদসংখ্যা বা দৈনিক বাংলা মানেই ছিল বিশেষ কিছু। এটা সবাই্ জানেন।

প্রশ্ন হচ্ছে একজন সম্পাদক একজন লেখককে কোনো বাধা দেন? সমস্যাটা কোথায়? তাও সাহিত্য বিষয়ে। এই অজ্ঞতা কার পাঠকের, সম্পাদকের না লেখকের? প্রায়শই সম্পাদকরা লেখার দায় দ্বায়িত্ব লেখকের উপর চাপিয়ে দেন। লেখককে বলির পাঠা করেন। এরকমটা আমি কখনো বাংলাদেশে হতে দেখিনি। আমি যখন বিচিত্রায় বা সাপ্তাহিক ২০০০ এ সাংবাদিকতা করতাম তখন লেখার সব দায় দ্বায়িত্ব থাকতো সম্পাদকের। এখনও। কারণ তারা লেখাটা পড়েন। তারপর অসঙ্গতিগুলো দূর করে ছাপেন বা ছাপার আগে লেখকের সাথে কথা বলবেন। এটাই একজন সম্পাদকের দ্বায়িত্ব।

Toronto
jasim_mallik@hotmail.com